নিউজিল্যান্ড

# আনন্দটা আমাদেরই

হ্যামিল্টনে আমাদের বিজয় দিবসটা এমনই একদিন পড়ল, যেদিন বাংলাদেশের ক্রিকেট টিম সিটির সিডেন পার্কে নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টের সঙ্গে খেলছে। ১৬ ডিসেম্বর আমাদের প্রাণের আনন্দ, আমাদের হৃদয়ের আনন্দ।

হ্যামিল্টন নিউজিল্যান্ডের চতুর্থ বড় সিটি হলেও আমাদের বাঙালির সংখ্যা কিন্তু খুবই কম। কাছাকাছি তাওরাঙা এবং অকল্যান্ড সিটিতে অনেক বাঙালি বসবাস করলেও হ্যামিল্টনে বাঙালির সংখ্যা আশিজনের মতো। অন্যান্য দেশের তুলনায় এটা খুবই ছোট কমিউনিটি। এই ছোট কমিউনিটি নিয়ে একটা রেজিস্টার্ড অ্যাসোসিয়েশন দরকার– এ কথা বছরখানেক আগেও কেউ ভাবেনি, কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধাভাজন মঞ্জুর মোর্শেদ হ্যামিল্টন সিটি কাউন্সিলসহ বিভিন্ন জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করে আমাদের এই অ্যাসোসিয়েশনটা গড়ে তোলেন এবং সবার সম্মতিক্রমে নাম দেন, ‘বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ওয়াইকাটো ইনকর্পোরেট’। কয়েক মাস আগে আমাদের যাত্রা শুরুর পর ইফতার পার্টি, দু-একটা পট-লাক পার্টি বাদে উল্লেখযোগ্য তেমন বিশেষ কোনও বড় অনুষ্ঠান করার সুযোগ বা সামর্থ্য আমাদের হয়নি। ফান্ড রাইজিং বা টাকা-পয়সার একটা ব্যাপার ছিল। কিন্তু আমাদের সবার একটা অপেক্ষা ছিল বিজয় দিবস-২০০৭ নিয়ে। এল বিজয় দিবস। সেই দিন বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে প্রোগ্রাম শুরু হয়। আমরা পাঁচটার বেশ আগেই চলে এলাম অডিটরিয়ামে। ম্যালভিল ইন্টারমিডিয়েট স্কুলের অডিটরিয়াম ভাড়া করা হয়েছিল আমাদের বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানের জন্য। বেশ ঝকঝকে অডিটরিয়াম।

হ্যামিল্টনের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে হ্যামিল্টন ইস্ট এমপি ডেভিড ব্যানেট, হ্যামিল্টন ওয়েস্ট এমপি মার্টিন গালাগার, লিস্টেড এমপি ডায়না ইয়েটস, হ্যামিল্টন সিটি কাউন্সিলের ফিলিপ ইয়াং উল্লেখযোগ্য। আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মঞ্জুর মোর্শেদের বক্তৃতা দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু। তারপর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর ডকুমেন্টারি, এমপি মার্টিন গালাগারের বক্তৃতা, এমপি ডেভিড ব্যানেটের বক্তৃতা, হ্যামিল্টন সিটি কাউন্সিলের প্রতিনিধি ফিলিপ ইয়াংয়ের বক্তৃতার পর শুরু হয় গানের আসর এবং খুদে শিল্পীদের নৃত্যানুষ্ঠান। এভাবে চলল অনেকক্ষণ। অডিটরিয়াম ভর্তি মানুষ। আমাদের চেয়ে নিমন্ত্রিত অতিথিদের সংখ্যাই বেশি অডিটরিয়ামে। পিনপতন নীরবতা। সবার মধ্যে কী এক মুগ্ধতা! অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মহিদুর রহমান বরুণ যখন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন তখন অডিটরিয়ামের চারদিকে লাইট জ্বলে উঠতেই দেখা গেল সবাই যেন এক ধরনের স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এসেছেন।

**মহিবুল আলম**
হ্যামিল্টন, নিউজিল্যান্ড



## প্রবাসীদের প্রতি

সাপ্তাহিক ২০০০ চায় আপনার প্রবাস জীবনের কথা জানাতে। চায়, আপনি যে দেশে আছেন, সে দেশটির একটি, খণ্ড নয়, পূর্ণাঙ্গচিত্র এ দেশের পাঠকের কাছে তুলে ধরতে। জানাতে পারেন আপনি নানাভাবে। আমরা শুধু কিছু সূত্র ধরিয়ে দিতে চাই। যেমন ধরুন, স্বদেশের চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে আপনার অভিযোগ এন্তার। কিন্তু এখন যে দেশে আছেন, সে দেশের চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে আপনার কি কোনো অভিযোগই নেই? থাকলে সেটি নিয়ে লিখুন। আমরা ও দেশের ভালোটা যেমন জানতে ও জানাতে চাই, তেমনি চাই মন্দ দিকটাও উঠে আসুক, যেন স্বদেশ ও বিদেশের অবস্থাটা আমরা মিলিয়ে দেখতে পারি। শুধু চিকিৎসাব্যবস্থা নয়, বিভিন্ন বিষয়, যেমন শিক্ষা, আইন, প্রতিবেশী, থানা-পুলিশ এসবের ভালোমন্দ দিক নিয়ে লিখুন। লিখুন ওখানকার নানা অসঙ্গতি নিয়ে। আবার প্রবাসে স্বদেশী কারো নজরকাড়া সাফল্যের কথাও জানুক এ দেশের লোক। এ বিষয়ে লিখুন সংক্ষিপ্ত পরিসরে। জানান আপনি যেখানে আছেন, সেখানকার সবকিছু, এক এক করে।

শুরু হচ্ছে **‘প্রবাস জীবন’** বিভাগে বিষয়ভিত্তিক লেখা। যে কোনো বিষয়ে লেখার পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক লেখা পাঠান।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
**প্রবাস জীবন**
**Shaptahik 2000**
**96/97 New Eskaton Road**
**Dhaka-1000, Bangladesh. probash2000@gmail.com**

দক্ষিণ কোরিয়া

# নানা রঙের দিনগুলি

ঈদুল আজহাকে আমরা কোরবানির ঈদও বলে থাকি। মুসলমানদের প্রধান দুটি ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে ঈদুল আজহা একটি। হযরত ইব্রাহিম (আ.) তাঁর প্রিয়তম পুত্র ইসমাইলকে আল্লাহর প্রতি অসীম আনুগত্য প্রদর্শনের নিমিত্তে উৎসর্গ করতে চান। পিতার ত্যাগের মাধ্যমে বিশ্বস্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য শুধু পশু নয়, মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা দানবটাকে কোরবানি দেয়ার চেষ্টা করি। ঈদ কথাটি শুনলেই মন আনন্দে উদ্বেল হয়। নিজে নিজেই খুশিতে পুলকিত হই। দেশে যাওয়ার জন্য মনটা আনচান করে। মনে পড়ে যায় সেই শৈশবের নানা রঙের দিনগুলির কথা– নতুন জামা-কাপড় পরে বাবার হাত ধরে ঈদগাহ ময়দানে ঈদের নামাজ আদায় করে কোলাকুলি করা, মায়ের হাতে তৈরি বিভিন্ন মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়া, সেলামি পাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে হইচই করে আড্ডায় মেতে ওঠা। এখন আনন্দ আর আগের মতো জমে না। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে কর্মব্যস্ততা ও কর্তব্য।

*ঈদের নামাজ শেষে সংউরি জামে মসজিদে মুসল্লিদের একাংশ*

দক্ষিণ কোরিয়ায় এ বছর ঈদুল আজহা পালিত হয় ১৯ ডিসেম্বর '০৭। একই দিনে দক্ষিণ কোরিয়ায় ছিল প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। পুচ্ছন সিটির সংউরি বাঙালির জন্য কতটা যে জনপ্রিয় এলাকা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখানে মুসলমান মুসল্লিদের জন্য রয়েছে পাঁচতলাবিশিষ্ট সংউরি জামে মসজিদ। বাংলাদেশিদের পাশাপাশি এই মসজিদে পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, উজবেকিস্তান, চায়না ও কোরিয়ান মুসলমান নামাজ পড়তে আসেন। দিনকে দিন কোরিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ৪০ হাজার মুসলমান রয়েছে এখানে। কোরিয়া মুসলিম ফেডারেশনের হিসাব অনুযায়ী জমি কিনে ১৩টি মসজিদ ও বিভিন্ন সিটিতে নামাজঘর তৈরি করেছে ৫২টিরও অধিক। সংউরি জামে মসজিদে ঈদুল আজহার নামাজ শুরু হয় সকাল সাড়ে ৮টায়। প্রচুর ধরপাকড় উপেক্ষা করে সকাল থেকে শত শত মানুষের ঢল নামে। কোরবানি দেওয়ার উদ্যোগ খুব কম লোকের মাঝেই ছিল। কোরিয়ান আইনকানুন খুবই কড়াকড়ি এখানে, যেখানে-সেখানে গরু-খাসি কাটার নিয়ম নেই। কোনও কিছু করতে হলে সিটি কর্পোরেশনের অনুমতির প্রয়োজন হয়। যারা কোরবানি দিয়েছেন তারা অত্যন্ত গোপনে দিয়েছেন বলে জানা যায়। এখানে আমরা বাংলাদেশের মতো কোরবানি দিতে না পারলেও আনন্দের কোনও রকম কমতি ছিল না।

**এনায়েত হোসেন মান্নান**
পুচ্ছন সিটি, দক্ষিণ কোরিয়া